দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 JAN 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

20

11

শিক্ষাঙ্গন ঃ ভিন্নমত

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হানাহানি, হত্যা, ভাঙচুর ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে সবাই কারও তেমন মাথাব্যথা নেই। ধরে নিয়েছে যে, এটা চলবে। বর্তমানে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের সশস্ত্র ছাত্রকর্মী হলে অবস্থান করে। কিন্তু অসহায় সাধারণ ছাত্র এবং শিক্ষকরা কোন কিছু করতে বা মুখ খুলতে চান না। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলভুক্ত উগ্রছাত্র নেতাদের যে কোন ক্রিয়া-কলাপে সহায়তা দান করে। তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সংশ্লিষ্ট দল প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। এ ব্যাপারে শিক্ষকবৃন্দ, নেতৃবৃন্দ ও জাতীয় সংবাদপত্রসমূহের নিরবতা লক্ষ্যণীয়, একমাত্র দৈনিক সংবাদ-এর প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম। সংবাদ-এর দুটি স্পষ্ট সম্পাদকীয় নিবন্ধে কোদালকে কোদাল বলার সৎসাহস লক্ষ্য করে আমরা মুগ্ধ। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের প্রতিবেদন আমাদের কাম্য। কিছু ব্যক্তির ধারণা এই যে, পাঠ্যক্রম, পরীক্ষা, ছুটি ইত্যাদি ব্যাপারে উগ্র ছাত্রদের মতই হবে চূড়ান্ত। কর্তৃপক্ষের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা হতে পারে এই শর্তে যে, সর্বপ্রকার দাবী মেনে নিতে হবে। কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হচ্ছে উগ্রপন্থী কিছু ছাত্র পরিচালিত ছাত্রদের মত মান্য করা। লক্ষ্যণীয় যে, যখন ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে তখন কেউ উচ্চবাচ্য করে না, কিন্তু যখনই উচ্ছৃংখলতার দাপটে কর্তৃপক্ষ ক্লাস বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন তখন এক শ্রেণীর অভিভাবকের টনক নড়ে। তাঁরা পড়াশুনার সাংঘাতিক ক্ষতি হচ্ছে বলে শোরগোল শুরু করেন। ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করবে, ভাঙচুর করবে, শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করবে এটা যেন স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে কি ছাত্রদের কৃত কোন কর্ম অপরাধ বলে গণ্য হবে না ?

আর একটা দুঃখজনক দিক হল সরকার এসব ক্ষেত্রে নির্বিকার। দারিদ্র্য দেশবাসী আশা করে যে, তাদের অর্থে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানলাভে আগ্রহী প্রকৃত ছাত্ররা অধ্যয়ন করুক। হয় নির্মমভাবে উচ্ছৃঙ্খলতা উচ্ছেদ করা হোক, এমনকি প্রয়োজনবোধে গোয়াল শূন্য রেখে অন্যথায় আচার্য, শিক্ষামন্ত্রী, উপাচার্য, প্রোক্টর, হাউস টিউটর ইত্যাদি পদগুলো বিলোপ করা হোক। অর্থের অনর্থক অপচয় কারও কাম্য হতে পারে না।

আবুল হোসেন
মনজিতপুর,
ডাকঘর ও জেলা : সাতক্ষীরা।

বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ফরিয়াদ

আমরা সারা দেশের হাজার হাজার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ আজ এক চরম অবহেলার শিকারে পরিণত হয়েছি। একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে শিক্ষকগণ সরকারী বেতন স্কেল, টাইম স্কেল পেয়ে মোটামুটি সুষ্ঠুভাবে পরিবার প্রতিপালন করছেন আর আমরা মাসিক ২৪৪ টাকা ও ১২০ টাকা পেয়ে এই দ্রব্যমূল্যের অগ্নিময় বাজারে একবেলা শাক-কচু খেয়ে দিনাতিপাত করছি। অথচ সদাশয় সরকার বা শিক্ষক ফেডারেশনের মুখে তাদের এই দুরবস্থাগ্রস্ত কর্মচারীদের প্রসঙ্গে কোন কথা নাই। মাঝে মাঝে শুধু দমকা শীতল বাতাসের মত একটু হাওয়া পাওয়া যায়—'এই হচ্ছে।' তারপর দেখা যায় সবই নীরব। ঐ ভ্যাপসা গরম। অবশ্য প্রতি বছরেই কিছু বেতন স্কেল, বেতন বৃদ্ধি বা অনুদান ঘোষণা হয় সরকারী কর্মচারী ও প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য। অবহেলিত এই কর্মচারীদের ছবি কোথাও ভাসে না। এমনকি কোন হৃদয়বান দরদী পত্রিকাও সহানুভূতির আদরে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না।

তাই আমাদের ফরিয়াদ—
বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রতি এহেন অবহেলা ও বৈষম্যের অবসান হোক।

মুহঃ জোহাইদুর রহমান,
প্রধান সহকারী
গোবিন্দগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ।